আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন

# বর্ষাকালীন সংখ্যা

## শ্রাবণ ১৪৩১

দেখতে দেখতে আষাঢ় শেষ হয়ে এল। আসছে শ্রাবণ। ঠিক কবে যে ঝরঝর বাদলদিনের ভিজে হাওয়ার স্পর্শ পাওয়া যাবে কিনা জানা নেই, কিন্তু শ্রাবণ আসছে এটা ঘটনা। বাংলার পথঘাট জলে ভরে যাবে, অন্তত শহরের পথঘাট তো ভরবেই। তার অগ্রিম টুকটাক নমুনা মিলেছে মরশুমের গোড়াতেই। আর তার পরেই নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভাসিয়ে আসবে শরৎ । বছর ভর অপেক্ষার ঋতু। বাংলা স্ট্রিটের এবারের আয়োজনে ছোঁয়া রইল সেই অনাদি অনন্ত অপেক্ষারই। শ্রাবণের মেঘান্ধকার দিনগুলো দূরাগত মেঘের ডাকে ভরে উঠুক। আসুক শ্রাবণ। এ শুধু মেঘের দিন, এ লগন গান শোনাবার।

## সম্পাদকীয়

# আশিস পণ্ডিত

**দেশজুড়ে পিটিয়ে মানুষ মারার যেন হিড়িক পড়ে গেছে। কোথাও কেউ মারছে ছেলেধরা সন্দেহে, কোথাও মারা হচ্ছে মোবাইল চোর সন্দেহে, কোথাও আবার অন্য কিছু। কিন্তু সবগুলি ঘটনাতেই একটা বিষয় কমন : যাদের সন্দেহ করা হচ্ছে তারা কিন্তু অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠির মানুষ। এবং দোষী সাব্যস্ত হবার পর দোষী বলে যাঁকে বা যাঁদের চিহ্নিত করা হল তাঁদের কথা শোনা হয়নি বা তথাকথিত অপরাধীদের আইনরক্ষকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি।**

এবার দোষী সাব্যস্ত করলেন কারা ? তাঁরা কি অন্য গ্রহের কেউ ? বিদেশ থেকে আসা ? যাঁদের মারা হচ্ছে তাঁদের থেকে অর্থনৈতিক\সামাজিকভাবে খুব দূর জগতের কেউ ? লক্ষ্য করে দেখুন, তাও কিন্তু নয়। আমাদের মধ্যেই কেউ আমাদের মধ্যেকার কাউকে আচমকা অপরাধী ঠাউরে নিচ্ছেন। কেন নিচ্ছেন ? প্রমাণসাপেক্ষে যখন নিচ্ছেন না তখন এ প্রশ্ন তো উঠতেই পারে, তাই না ! কথা হচ্ছিল তরুণ এক সমাজবিদের সঙ্গে। প্রশ্নের জবাবে প্রচুর তথ্য (আমরা এখন বলতে শিখেছি , ডেটা) দিয়ে তিনি যা বোঝাতে চাইছিলেন তা হল , সামাজিকভাবে আমাদের নিজেদের মধ্যে অসহিষ্ণুতা বেড়ে যাচ্ছে। বাড়ছে অসহায় ক্রোধ। যার বহির্গমনের কোনো পথ নেই। ফলে নিজের রাগ-ক্ষোভ আমি-আপনি তুলনামূলকভাবে অসহায় কাউকে দেখলেই তার উপর চাপিয়ে দিয়ে বানিয়ে নিচ্ছি প্রতিপক্ষ। কিন্তু আমার বা আপনার প্রতিপক্ষ কি সত্যিই আমার বা আপনার পাশের মানুষটি, যিনি হয়ত আমার আপনার থেকে ঘটনাচক্রে ভিন্ন মত পোষণ করেন বা হয়ত তা-ও করেন না, এমনকি হয়ত খোঁজ নিলে দেখা যাবে ভিন্ন মত পোষণ করার মতো সময় বা সুযোগ কোনোটাই তাঁর বা তাঁদের নেই। তাহলে ?

ভেবে দেখলে দেখা যাবে আমাদের এই সময়ের এটাই সাধারণ চরিত্র। আমরা সবাই ইংরেজিতে যাদের বলে অ্যাভারেজ । সাধারণ। রাজনীতি সমাজনীতি সর্বত্র আজ এই গোষ্ঠিরই জয়জয়কার। আমরাই চাকরি করি, বা চাকরি পাই না, আমাদেরই চাকরি চলে যায় অথবা যাতে না যায় তার জন্যে উদয়াস্ত পরিশ্রম করি, অথবা করি না , সুযোগ খুঁজি নিজের দায় অন্যের ওপর চাপিয়ে দিয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছতে।অর্থাৎ হরেদরে অবস্থা একই। এই বামনের দেশে আমরা সবাই আসলে বামন। নিজেদের অসহায় অবস্থান লুকোতে প্রাণ পণ করে লড়ে যাচ্ছি।

বোঝার প্রশ্নটা এখানেই।পাশের মানুষটির অবস্থান বোঝার কথা বলছি না, বলছি নিজের অবস্থানটুকুকে অন্তত বোঝার কথা।কেমন যেন মনে হয় স্রেফ এটুকু বুঝলেই হয়ত ভোরবেলা খবরের কাগজ খুলেই চোখে পড়বে না আমাদেরই তিতিবিরক্তির অকারণ শিকার হলেন আমাদেরই আরেক সহবাসী।

মানুষ হিসেবে পাশের মানুষটির অসহায়তা বুঝতে হবে না, সহবাসী হিসাবে তাঁকে মান্যতাটুকুই কেবল দেবার জায়গাটুকু তৈরি হোক।

আপাতত সেটুকুই বোধহয় যথেষ্ট।

# সূচিপত্র


**লাগু হল তিনটি নতুন আইন** Page 6
অনীতা দেব

**বদলে যাচ্ছে ক্ষমতার দুনিয়ার রং** Page 8
তপন দাশ

**এক মাসে হাসিনার দুবার দিল্লি সফর** Page 11
তরুণ চক্রবর্তী

**সরস্বতী ও শ্রীপঞ্চমী (পঞ্চম পর্ব)** Page 14
আদিত্য ঠাকুর

**কী খাব আমি , কী খাওয়াব !** Page 17
তপন নাগ

**উত্তরের ইলিশ বোরোলি** Page 19
দীপেশ নাগ

**ইউরোপের ডায়েরি (ষষ্ঠ পর্ব)** Page 21
ডা প্রভাত ভট্টাচার্য

**রঙে রেখায় রাজপুতানা (পঞ্চম পর্ব)** Page 26
আদিত্য সেন

**ফিরে দেখা (পঞ্চম পর্ব)** Page 30
প্রদীপ শ্রীবাস্তব

**অন্য মাপের বিশ্বজয়** Page 33
প্রসেনজিত দত্ত

**রোমাঞ্চে ঘেরা ইতিহাসের পথে (পঞ্চম পর্ব)** Page 36
বাবলু সাহা

**অন্য জগৎ** Page 39
নিজস্ব প্রতিবেদন

লেখা ১

# লাগু হল তিনটি নতুন আইন

**অনীতা দেব**

বিদায়ী লোকসভার শেষ পর্বে তিনটি নতুন আইন পাস করিয়ে গত বিজেপি তথা এনডিএ সরকার বলতে চেয়েছে তারা যা বলে তা-ই করতে তাদের জুড়ি নেই। গত জুলাই মাসের পয়লা তারিখ থেকেই আইন তিনটে সারা দেশে লাগুও হয়ে গিয়েছে। এই তিনটি আইন অর্থাৎ এই ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা আর ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম মারফৎ হিসেব মতো ইন্ডিয়ান পেনাল কোড ( আই পি সি), ক্রিমিনাল প্রসিডিয়র কোড (সি আর পি সি), আর ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্টকে তারা বাতিলের জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। হিসেব মতো এর মারফৎ দেশে গোটা ক্রিমিন্যাল জাস্টিসের বিষয়টিই এখন আমূল বদলের মুখে থমকে রয়েছে। সম্প্রতি অমর্ত্য সেনের মতো সুধী বিদ্বজ্জনেরা মনে করছেন ফৌজদারি দণ্ডবিধি বদলে এই নতুন আইন জারি করার আগে সব মত ও পথের ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যতটা আলোচনা দরকার ছিল তা মোটেই করা হয়নি। তাঁদের মতে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা না করেই এ কাজ করে এন ডি এ সাগ্রহে প্রমাণ করেছে তারা কোনো কারণবশত যথেষ্টই তাড়ায় ছিল।এই জন্যেই এই বিপত্তি।

যেটা আগেই নজরে আসে তা হল আইনত্রয়ের নাম। এগুলি হিন্দিতে রেখে তারা নিঃসন্দেহে সারা দেশকে একটি বার্তা দিতে চেয়েছে। প্রথমত আইন তিনটি এমন সময়ে

আনা হয়েছে যখন লোকসভার বিরোধী পক্ষের ১৪৮ জন সাংসদই সাসপেন্ড হয়ে আছেন।তাঁদের মতে, এই আইন তিনটির মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে তা পেশ করা এবং লাগু করা নিয়ে একটা সমান্তরাল বিচার প্রক্রিয়াকেই প্রাণিত করার প্রচেষ্টা চলল, যা যথেষ্ট সন্দেহজনক এবং গোলমেলে। কীরকম ? ধরা যাক পয়লা জুলাই-এর আগে কারো নামে এফ আই আর আছে, পুরনো আইনের নানা ধারায় তাঁর অপরাধের বিচারের সুযোগ আর কিন্তু রইল না। এবার তাঁর বিচার হবে নতুন ধারায়। অন্য দিকে আগের আইনের সাহায্যে কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করাও সম্ভব নয়, অথচ পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন বিষয় বলছে তিনি অপরাধী। অর্থাৎ মোটমাট জটিলতা কিন্তু বাড়ল কেবল নয়, আইন ব্যবস্থা অনুযায়ী অপরাধীকে ধরা এবং বিচারের প্রেক্ষিতটাকেই পালটে দেওয়া হল। এমনকি অপরাধী হিসাবে যদি বা কাউকে শাস্তি দেওয়াও হল, প্রয়োজনে তাঁর তরফে আপীল করাও হয়ে দাঁড়াল কঠিন। বিশেষ করে ১৯৭৩-এর অ্যামেন্ডমেন্টের পর সি আর পি সি র জটিলতা কিছুটা কমেছিল, এবার আবার নতুন আইনের ক্ষেত্রে পুরো প্রক্রিয়াটিই হয়ে দাঁড়াল আরো বেশি রকম জটিল কেবল নয়, সময় সাপেক্ষও। নতুন আইনের ব্যাখ্যা হবে নতুন নতুন কেবল নয়, সেই অনুযায়ী গণ্ডগোলেরও। এবং এই সুযোগে বহু ক্ষেত্রে অপরাধী আইনি জটিলতায় মুক্তির সম্ভাবনাও পেতে চাইবেন না এমন গ্যারান্টিও আইনজীবীরা দিয়ে উঠতে পারছেন না। হিসেব মতো ভারতীয় সংবিধানের ২১ নম্বর ধারা অনুযায়ী যে কোনো নাগরিকই 'লাইফ অ্যান্ড লিবার্টি' -র সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন না, আইন সেখানে তাঁকে সুরক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর থাকবে। অথচ আইন নিয়েই যেখানে বিভ্রান্তি সেখানে এই সুরক্ষা কতটা দেওয়া আদৌ সম্ভব তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে আইনজীবী মহলে।এবং এই সুযোগে অপরাধীও কি পেয়ে যাবেন না সময়ক্ষেপের সুযোগ ? আইনজীবীমহলে সন্দেহ আছে এ নিয়েও।

উপরন্তু, ইউএপিএ-এর অধীনে অনেক অপরাধ নতুন ফৌজদারি আইনের অধীনেও অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ নতুন ফৌজদারি আইনের অধীনে একজন অভিযুক্তকে প্রকৃতপক্ষে ইউ এ পি এ-র তরফে এন আই এ এবং নতুন আইন অনুযায়ী স্থানীয় পুলিশের তরফে দুটি চার্জশিট এবং দুটি তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের মুখোমুখি হতে হবে।বিভিন্ন দিক থেকে বলার যে , নতুন আইন জটিলতা কমানোর বদলে কেবল আরো বাড়িয়ে দেবার সম্ভাবনাকেই উসকে দিল না, সেই সঙ্গে বিচার প্রক্রিয়াকেও এই মুহূর্তে জটিলতর করল বলেই ওয়াকিবহাল মহলের মত।

লেখা ২

# বদলে যাচ্ছে ক্ষমতার দুনিয়ার রং

**তপন দাশ**

মাটির রং যা-ই হোক না কেন এই মুহূর্তে বিলেতের রাজনৈতিক রং কিন্তু লাল। মোট আসন ৬৫০-এর নিরিখে ১৪ বছর পরে ৪০০-র গণ্ডি পার করে ঋষি সুনকের ব্রিটেনে শেষ হাসি হাসল লেবার পার্টি । ফল বেরোনোর পর হারের দায় নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন সুনক। এবং কেবল তা-ই নয় , জিতে এসে যার নেতৃত্বে জয় সেই স্বয়ং স্যর কিয়ের স্টার্মার বলেছেন , ফিরিয়ে আনা হবে পাব্লিক সার্ভিস , সমান ভাবে পরিষেবা যাতে পান যাঁরা লেবার পার্টিকে ভোট দেননি সেই কনজারভেটিভরাও। তাঁর বক্তব্য একটাই : দেশ আগে দল পরে। স্টার্মার কেবল এখানেই থেমে যাননি, বলেছেন তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল স্টেবিলিটি আর মডার্নাইজেশন। প্রথম বিশ্বের একটি দেশকে জয় করে নিয়ে মাথা নামিয়ে এই বার্তা কিয়ের স্টার্মারের মুকুটে বলা বাহুল্য একটি রঙিন পালক যোগ করল।

বলা বাহুল্য লেবার পার্টির দাপটে কনজারভেটিভদের অবস্থা শোচনীয়। মাত্র ১২১ আসন পেয়ে সুনকের দল গতবারের ভোটে যাদের ধুয়েমুছে সাফ করে দিতে পেরেছিল তাঁর দল এবার তাদের কাছেই রাশ তুলে দিয়ে প্রমাণ করেছে আর যাই হোক কখনো মানুষের প্রাথমিক চাহিদাকে অস্বীকার করাটা স্রেফ মূর্খামি ছাড়া কিছুই নয় ।

কী করেছিল সুনকের দল ! কনজারভেটিভ আর দ্য সেন্ট্রিস্ট লিবারাল ডেমোক্র্যাটরা কোয়ালিশন সরকার গড়ে , হিসেব বলছে, অর্থনৈতিক ভাবে দেশকে ধ্বংস করেছে। অবস্থা আজ এমনই যে নির্ণায়ক ফ্যাক্টর জাতীয় স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে সব বিষয়েই প্রায় দেশ আজ পিছিয়ে পড়েছে । প্রতি পাঁচ জনের একজন চিকিৎসা করানোর জন্য ওয়েটিং লিস্টে রয়েছেন তো বটেই পাশাপাশি দেশে খাবারের দাম বেড়েছে ২০ শতাংশ। কর্মসংস্থান বাড়েনি। অন্য দিকে প্রচারে স্টার্মারের দলের তরফে বড় হয়েছিল শিক্ষা, প্রযুক্তি, বিশ্ব নিরাপত্তা, জলবায়ু সুরক্ষা ইত্যাদি। হিসেব বলছে , এই অস্ত্রেই কামাল করেছে লেবাররা। তারা ডাক দিয়েছে দেশের হাল ফেরাতে আসুন হাত মেলাই। এবং সেই ডাকেই কামাল করেছে দল।

হিসেব বলছে এবারের ভোটে লালের দিকেই পাল্লা অনেকটা ভারি। যেমন ধরা যাক ফ্রান্সের সাম্প্রতিক ভোট। ব্রিটেনের মতো সে দেশেও কামাল করেছে তারা। ফ্রান্সে বামপন্থীদের বিপুল জয়। ৫৭৭-আসনের সংসদে ১৮২ আসনে জয়ী নয়া পপুলার ফ্রন্ট।রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোন- এর সেন্ট্রিস্ট এনসেম্বল এলায়েন্স পেয়েছে ১৬৩ আসন । ফ্যাসিবাদী লি পেন-এর দলের বিপর্যয় বিপুল । তারা তৃতীয় স্থানে নেমে গেছে ।

ফ্যাসিবাদীদের মোকাবিলায় নির্বাচনের দিন ঘোষণার চারদিনের মধ্যে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি (পিসিএফ), বামপন্থী জ্যাঁ-লুক মেলেশোঁর ফ্রান্স আনবোড, মধ্য-বাম সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং পরিবেশবাদী গ্রিন-রা মিলে গঠন করে এই ফ্রন্ট। উপস্থিত করে নয়া উদারবাদের বিকল্প কর্মসূচী।

গত শতকে ইউরোপে যখন ফ্যাসিস্তরা দেশে দেশে ক্ষমতা দখল করছে, একই হুমকির মুখে ফ্রান্স ১৯৩৬ সালে কমিউনিস্ট এবং সোশ্যালিস্টরা মিলে গঠন করেছিল একটি ইউনাইটেড ফ্রন্ট। এটি ছিল কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সপ্তম কংগ্রেসে (১৯৩৫) গৃহীত নয়া পিপলস ফ্রন্ট (পপুলার ফ্রন্ট) গঠনের স্ট্র্যাটেজির প্রথম জয়। ফরাসি বিপ্লব, প্যারি কমিউনের মতো আজও ফ্রান্স মনে রেখেছে পপুলার ফ্রন্টকে। ফল ঘোষণার পরেই মেলেশোঁ বলেছেন প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রকে ফ্রান্সের এখনই স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

রাজনৈতিক ল্যান্ডস্কেপ, অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার থেকে শুরু করে সামাজিক সংস্কার এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্যন্ত বিষয়গুলি সামনে রেখে ফ্রান্সেও দেখা যাচ্ছে বদলে গেল ক্ষমতার চেহারা।ফ্রান্স ঐতিহ্যগতভাবে তার শক্তিশালী রাজনৈতিক ঐতিহ্য এবং প্রাণবন্ত গণতন্ত্রের জন্য পরিচিত, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তারা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখেছে। ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর রাষ্ট্রপতি পদে থাকাকালে প্রতিযোগিতা বাড়ানো এবং বেকারত্ব হ্রাস

করার লক্ষ্যে শ্রম আইনে বিতর্কিত পরিবর্তন সহ অর্থনীতির সংস্কারের প্রচেষ্টা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। যাইহোক, এই প্রচেষ্টা জনসাধারণের তরফে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছে। সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং লা ফ্রান্স ইনসুমাইজের মতো দলগুলি সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অর্থনৈতিক সমতার পক্ষে ওকালতি করে চলেছে, পাশাপাশি পরিবেশগত উদ্বেগ এবং অভিবাসন নীতিগুলিরও মোকাবিলা করছে। গ্রিন পার্টি গতি অর্জন করেছে, যার ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে ক্রমবর্ধমান জনসচেতনতা এবং উদ্বেগের প্রতিফলন ঘটেছে।

ইতিমধ্যে, ঐতিহ্যগত রক্ষণশীল মূল্যবোধগুলিকে লেস রিপাবলিকান্সের মতো দলগুলি সমর্থন করেছে। এর মাধ্যমে জোর দেওয়া হয়েছে জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং ঐতিহ্যগত পারিবারিক মূল্যবোধের উপর । মেরিন লে পেনের রাসেম্বলমেন্ট ন্যাশনাল (ন্যাশনাল র‍্যালি) একটি উল্লেখযোগ্য শক্তি হিসেবে জাতীয়তাবাদী নীতি এবং কঠোর অভিবাসন নিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করেছে।

লেখা ৩

# এক মাসে হাসিনার দুবার দিল্লি সফর

**তরুণ চক্রবর্তী**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক মাসে দুবার ভারত সফর করলেন। রেকর্ড। এই নতুন রেকর্ডের হাত ধরেই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। এই সুম্পর্কের সুফল ভোগ করবেন উভয় দেশের মানুষ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় প্রত্যার্পনের পরই বুঝিয়ে দিয়েছেন, নিজেদের দেশের উন্নয়নের স্বার্থেই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। দুই দেশই সম্পর্কের উন্নয়নে গুরুত্ব দিচ্ছেন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে। উইন-উইন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ভারত ও বাংলাদেশের কাছে।

তাই সরকারিভাবে ভারত সফর শেষ করে দেশে ফিরে শেখ হাসিনা বলেছেন, 'ভারত-বাংলাদেশ নতুন ট্রেন ও বাস সার্ভিস চালু হলে দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও বৃদ্ধি পাবে' । আবার মোদি বলছেন, 'আমাদের মধ্যে এ ধরনের নেটওয়ার্ক যত মজবুত হবে, যত যোগাযোগ বাড়বে, তত ভারত ও বাংলাদেশের অর্থ ব্যবস্থার উন্নতি হবে' । আসলে বাংলাদেশ চাইছে ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়েতে যুক্ত হতে। তাই ভারতের সঙ্গে রেল সংযোগে সম্মত হয়েছে তারা। ভারতের মধ্যে দিয়ে ভুটান বা নেপালে পণ্য পরিবহণ করতে চায়। ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়েতে যুক্ত হতে ২০০৭ সালেই বাংলাদেশ চুক্তি করেছিল।

মোদির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে হাসিনার উপস্থিতি ছিল বিশেষ তাতপর্যপূর্ণ। ভূআঞ্চলিক রাজনীতিতে দুজনই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন। দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নে তাঁদের অবস্থান বেশ শক্তিশালী। হাসিনার মতে, 'দারিদ্র্যই আমাদের প্রধান শত্রু। আর এই দারিদ্র্য বিমোচনে আমাদের সর্বোচ্চ সম্পদ ব্যয় করা জরুরি' । প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'স্মার্ট বাংলাদেশ' -এর মতোই মোদীর স্বপ্ন, 'আত্মনির্ভর ভারত' ।

ভারত ও বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবেই একে অন্যের আত্মীয়। একাত্তরে ভারতের অবদান ভুলবার নয়। দিল্লিতে সরকার বদল হলেও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কোনও প্রভাব পড়েনি। বরং বিজেপির আমলে সম্পর্ক আরও মজবুত হয়েছে। মোদির প্রতিশ্রুতি, 'আপনার স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নকে সাকার করতে ভারত সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন সফল হবে' । হাসিনা বলেছেন, 'আমাদের দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন জোরদার করার বিষয়ে আপনার প্রতিশ্রুতির জন্য আমি কৃতজ্ঞ' ।

হাসিনার সফরে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা, বাণিজ্য, জ্বালানি, নতুন প্রযুক্তিসহ একাধিক বিষয় আলোচিত হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মোংলা বন্দরকে নতুন করে গড়ে তুলবে। ভারতের মধ্যে দিয়ে নেপাল এবং ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করবে বাংলাদেশ। তাই প্রতিরক্ষা খাতেও সহযোগিতায় সম্মত দুই দেশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'আত্মনির্ভর ভারত' থেকে অত্যাধুনিক সামরিক সরঞ্জাম কিনবে বাংলাদেশ। ভারত প্রতিরক্ষা খাতে বাংলাদেশকে ৫০ কোটি ডলারের ঋণ দেবে। ভিসা পদ্ধতিও অনেক সহজ হয়েছে। ভারতে চিকিতসার জন্য যেতে হলে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ই-ভিসা পাবেন বাংলাদেশীরা। যোগাযোগের ক্ষেত্রে চালু হচ্ছে রাজশাহী ও কলকাতার মধ্যে নতুন ট্রেন সার্ভিস। চট্টগ্রাম ও কলকাতার মধ্যে নতুন বাস সার্ভিসও চালু হবে। গেদে-দর্শনা এবং হলদিবাড়ি-চিলাহাটির মধ্যে দলগাঁও পর্যন্ত পণ্যবাহী ট্রেন পরিষেবা চালু হতেও বেশি দেরি নেই। ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে আগরতলা-ঢাকা-কলকাতা রেলে সংযোগের নতুন অবকাঠামো। এটা চালু হলে কলকাতা থেকে আগরতলায় ১ হাজার ৬০০ কিলোমিটারের পথ কমে হবে মাত্র ৫৫০ কিলোমিটার। উপকৃত হবেন ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ।

ভারত সফরের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যাবেন চীন সফরে। চীন প্রসঙ্গে একটা কথা খুবই চালু আছে। চীন যার বন্ধু তার আর শত্রুর দরকার হয় না। একদম সত্যি কথা। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তার বড় প্রমান। তবে চীনারা বাংলাদেশে বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছে। তারই হাত ধরে বাড়ছে চীন থেকে আসা লোকজনের দাদাগিরি। চীনাদের প্রভাব বাংলাদেশের জন্যই আতঙ্কের চেহারা নিচ্ছে।

বিঘ্নিত হচ্ছে দেশের সামাজিক নিরাপত্তাও। ইতিমধ্যেই চীনা ফাঁদে বহু নারী পাচার হয়ে গিয়েছে বিদেশে। যুবকরাও জড়িয়ে পড়ছে নানা অপরাধমূলক কাজকর্মে। চীনাদের যাতায়াত বৃদ্ধির সঙ্গে সমানতালে বাড়ছে অপরাধ। মোটা টাকা বিনিয়োগের লোভ দেখিয়ে গোটা সমাজকে কলুষিত করছে বেজিং। তাই চীনকে প্রতিরোধ করা জরুরি। আর তারজন্যই ভারতকে পাশে চাই। ভারত বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান ভুলবার নয়। এমনকী, কোভিড পরিস্থিতিতেও ভারতই সবার আগে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ায়। তাই শেখ হাসিনার ভারত সফর ছিল অত্যন্ত তাতপর্যপূর্ণ। ভারত সফরের পরে তিনি চীনকে বেছে নিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, আগে দিল্লি, পরে বেজিং বা অন্য কোনও দেশ।

আসলে দিল্লি চিরকালই বাংলাদেশের পাশে রয়েছে। কিন্তু চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতারই বিরোধিতা করেছে। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকতে কূটনৈতিক স্বীকৃতিটুকুও দেয়নি। এখন ব্যবসায়িক স্বার্থেই বাংলাদেশকে ব্যবহার করছে। চাইছে বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করে ভারতের সঙ্গে শত্রুতার বহর বাড়াতে। তাই বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক বলেছেন, ‘চীনের একটি অখণ্ড উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করা এবং সেই ঘাঁটি থেকে ভারতের ওপর আক্রমণ বা আধিপত্য বিস্তার করা।’ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক মাসে দুবার ভারত সফর করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি কারও হাতে তামাক খাওয়ার পাত্রী নন। দিল্লির সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ককেই বুঝিয়ে দিয়েছেন দুবাবের সফরে। মোদির পাশাপাশি প্রিয়াঙ্কা, সোনিয়া ও রাহুলের সঙ্গে তাঁর সখ্যতার ছবিই প্রমাণ করে সম্পর্কের শিঁকড় কতো গভীরে।

# সরস্বতী ও শ্রীপঞ্চমী (পঞ্চম পর্ব)

আদিত্য ঠাকুর

শ্রীপঞ্চমীর দিকে আবার ফিরে তাকানো যাক। মহামহোপাধ্যায় হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ অনুদিত মহাভারতের [বনপর্ব(১০ম খণ্ড), ১৯১ অধ্যায়] কার্তিকের জন্মবৃত্তান্তে শ্রীপঞ্চমী নামের উৎপত্তি বর্ণিত আছে। দেবতারা অসুরদের কাছে পরাজিত। এমতাবস্থায় দেবতারা একজন দেবসেনাপতির আকাঙ্খা করছিলেন। এমন সময় এক অমাবস্যার পরের দিন অগ্নির পুত্র স্কন্দ বা কুমার কার্তিক এক শ্বেতপর্বতের শরবনে জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি শুক্ল পঞ্চমীতে মহাবল পরাক্রান্ত হয়ে উঠলেন। দেবগণ ও মহর্ষিগণ তাঁর পুজা করলেন। অদিতি পুত্র ইন্দ্রের মাসীর একটি কন্যা ছিলেন। তাঁর নাম দেবসেনা। দেবসেনার অপর নাম লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, আশা, সুখপ্রদা, সিনিবালী, কুহূ, সদ্বৃত্তি, ও অপরাজিতা। এঁর ওপর অসুর কেশী অত্যাচার করায়, ইন্দ্র দেবসেনাকে রক্ষার জন্য কেশীকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। দেবসেনার বিবাহের জন্য ইন্দ্র ভাল পাত্র খুঁজছিলেন। যখন ইন্দ্র দেখলেন কার্তিক ছয়দিনে সমস্ত স্থান জয় করেছেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে দেবসেনারূপিণী লক্ষ্মীর বিবাহ দিলেন। মূর্তিমতী শ্রী স্কন্দকে আশ্রয় করলেন এবং স্কন্দের সেবা করলেন। কার্তিক দেবসেনা-পতি বৃত হলেন।

পঞ্চমী তিথিতে দেবসেনারূপিণী লক্ষ্মী বা শ্রী স্কন্দকে আশ্রয় করেছিলেন এবং তাঁর সেবা করেছিলেন বলে এই উৎসবের স্মারক হয়ে দাঁড়াল শ্রীপঞ্চমী। ব্রাহ্মণগণ যাঁকে ষষ্ঠী সুখপ্রদা লক্ষ্মী বলে নির্দেশ করেন, সেই দেবসেনা স্কন্দের (কার্তিকের) স্ত্রী হলেন। এই জন্য ঐ তিথি শ্রীপঞ্চমী এবং ষষ্ঠীতে কার্তিক সেনাপতির কাজ শুরু করেন বলে এই তিথি মহাতিথি বলে প্রসিদ্ধ হল।

যে শুক্ল পঞ্চমীর সঙ্গে ষষ্ঠী যুক্ত হয়, তার নাম শ্রীপঞ্চমী, অপর নাম লক্ষ্মী পঞ্চমী। কিন্তু মহাভারতের উপাখ্যানে এক বিশেষ মাসের শুক্ল পঞ্চমী, শ্রীপঞ্চমী নামে উল্লেখিত হয়েছে। কোন্ মাসের অমাবস্যার পরদিন কুমারের জন্ম হয়েছিল? বেদে যজ্ঞাগ্নিকে কুমার বলা হয়েছে। দুই অরণি (বিশেষ আকৃতির বিশিষ্ট ধরনের কাঠের টুকরোর ঘর্ষণে আগুন জ্বালানো) যোগে অগ্নি উৎপন্ন হয়। এই হেতু অগ্নির নাম কুমার। কার্তিকেয় কুমার, তাঁর পিতা অগ্নি। অর্থাৎ এক যজ্ঞদিনে কুমারের জন্ম হয়েছিল। ছয় কৃত্তিকা কুমারের ধাত্রী। এই কারণে কুমার ষড়ানন। ধাত্রী ছয় বলে তাঁরা ষষ্ঠী, নবজাত শিশুর ষষ্ঠ রাত্রিতে (ষেটেরায়) সূতিকা ষষ্ঠী এবং বটবৃক্ষমূলে ষষ্ঠী ঠাকুরাণী। এই বিশেষ ষষ্ঠীতিথিকে গুহষষ্ঠী বলা হয়। আবার এই ষষ্ঠীতিথিতেই ছটপূজা করা হয়, যা প্রকৃত অর্থে সূর্য পূজা এবং ষষ্ঠীদেবীর পূজা। একসময় যা ছিল শারদ বিষুব ক্রান্তিপাতে শরৎ ঋতুর আবাহন উপলক্ষে পূজা, আজ অয়ন চলনের কারণে সেই উৎসব পিছিয়ে গেছে হেমন্ত ঋতুতে।

আকাশের তারার সন্নিবেশ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলের মৃগশিরা নক্ষত্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি তারার অবস্থিতি। তারাটির নাম কার্তিকেয়। কালপুরুষের একটি কাঁধে আর্দ্রা অপর কাঁধে কার্তিকেয়।

কৃত্তিকা তারাপুঞ্জ বা নক্ষত্রের কাছে চন্দ্র-সূর্যের অমাবস্যা হলে পরদিন যজ্ঞ হত। সে অমাবস্যা বৈশাখী অমাবস্যা। সেই অমাবস্যায় বাসন্তবিষুব বা বিষুব ক্রান্তিপাত হয়েছিল। সেই কারণেই যজ্ঞ হত।

বৈশাখ অমাবস্যায় বাসন্ত বিষুব ক্রান্তিপাত হলে শারদ বিষুব ক্রান্তিপাত কবে হবে?

(১) বাসন্ত বিষুব থেকে শারদ বিষুব আকাশ পথে পরিক্রমা করতে সূর্যের সময় লাগে, বছরের গড় মানের অর্ধেক সময়। সায়ন বছরের গড় মান ৩৬৫.২৪২১৯ দিন, এর অর্ধমান = ১৮২.৬২১ দিন। এক দিনের গড় মান ২৩.৯৩৪৫ ঘন্টা।
১৮২.৬২১ দিন = ১৮২.৬২১ × ২৩.৯৩৪৫ ঘন্টা = ৪৩৭০.৯৪২৩২৫ ঘন্টা।

চাঁদের একটি তিথির গড় মান ২৩.৬২৪৪৭ ঘন্টা।
সুতরাং ৪৩৭০.৯৪২৩২৫ ঘন্টায় চাঁদের তিথির মান = ৪৩৭০.৯৪২৩২৫ ঘন্টা ÷ ২৩.৬২৪৪৭ ঘন্টা/তিথি = ১৮৪.৯৮ তিথি।
ছয়টি চান্দ্রমাসের তিথি সংখ্যা = ৬ × ৩০ = ১৮০ টি।
সুতরাং অর্ধ সৌরবছরের তিথি সংখ্যা থেকে ছয়টি চান্দ্রমাসের তিথি সংখ্যা বিয়োগ করে পাওয়া গেল (১৮৪.৯৮ – ১৮০) = ৪.৯৮ তিথি।

অর্থাৎ এক অমাবস্যায় বাসন্ত বিষুব ক্রান্তিপাত হলে শারদ বিষুব ক্রান্তিপাত হবে ছয়টি অমাবস্যা পার করে তার পরবর্তী ৪.৯৮ তিথিতে বা ৫ম তিথিতে বা শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে।

এখানে প্রতিটি গড় মান নেওয়া হয়েছে। প্রকৃত মান ও গড় মানে পার্থক্য হয়। ফলে ৫ তিথি কখনও ৬ তিথিও হয়। সেক্ষেত্রে ষষ্ঠী তিথি হবে।

সাধারণত একই নামে সৌর ও চান্দ্রমাস হয়ে থাকে এবং সৌরমাসের মধ্যবর্তী কোনও একটি দিনে চান্দ্রমাস শুরু হয়। কৃত্তিকা নক্ষত্রে চান্দ্র বৈশাখ মাস শুরু হলে সেই চান্দ্রমাস সৌর বৈশাখ মাসের শেষ তিন দিনের মধ্যেই হতে হবে। সেই ক্ষেত্রে শারদ বিষুব চান্দ্র কার্তিক মাসের অমাবস্যার ৫/৬ তিথি পরে হয়েছিল। অর্থাৎ চান্দ্র অগ্রহায়ণ বা মার্গশীর্ষ মাসের প্রতিপদে (কার্তিক অমাবস্যার পরের দিন) কার্তিকের জন্ম হয়েছিল। অগ্রহায়ণ বা মার্গশীর্ষ মাসের শুক্ল পঞ্চমীতে শ্রী তাঁকে আশ্রয় করেন এবং ষষ্ঠী তিথিতে তিনি দেবসেনাপতি হয়েছিলেন। এই পঞ্চমী অথবা ষষ্ঠী তিথি ছিল শারদ বিষুব ক্রান্তিপাত দিবস। মহাভারতের উপাখ্যান অনুসারে শুক্ল পঞ্চমীর সঙ্গে শুক্ল ষষ্ঠী যুক্ত হলে শ্রীপঞ্চমী হয়। প্রাচীন কালে সেই সময় হয়তো বিশেষ পঞ্চমী তিথিটি দুটি সৌরদিনে বিস্তৃত ছিল, ফলে একই সৌরদিনে পঞ্চমী ও ষষ্ঠী তিথি অবস্থান করেছিল। মহাভারতে শ্রীপঞ্চমীর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। যে শুক্ল পঞ্চমীর সঙ্গে ষষ্ঠী যুক্ত হয়, তারই নাম শ্রীপঞ্চমী, অন্য নাম লক্ষ্মী-পঞ্চমী। সেই অর্থে প্রায় প্রতিমাসেই শ্রীপঞ্চমী হয়। কারণ কিছু অল্প ক্ষেত্রেই পঞ্চমী একদিনব্যাপী হয়।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

লেখা ৫

# কী খাব আমি , কী খাওয়াব !

অনুমিতা দেব

বেশিরভাগ মানুষই জানেন না যে, তাঁরা যে খাবারগুলি খাচ্ছেন, তা আসলে তাঁদের লিভারের মারাত্মক ক্ষতি করছে। এই প্রতিবেদনে আমরা আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব যে, কোন কোন খাবার অতিরিক্ত খেলে আমাদের লিভারের রোগ দেখা দিতে পারে। আমাদের বর্তমান দৈনিক খাদ্যাভাসই হোক, কী জীবনযাত্রা, আমাদের শরীরকে নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অসময়ে খাওয়া খাবার, ঘন ঘন বাইরের খাবার খাওয়ার প্রবণতা আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের নিঃশব্দেই ক্ষতি করতে থাকে। লিভারকে সুস্থ রাখতে খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত। বর্তমানে সাধারণ মানুষের মধ্যে জাঙ্ক ফুড খাওয়ার প্রবণতা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে, যার প্রভাব দেখা যাচ্ছে লিভারে। অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও বাজে জীবনযাত্রার কারণে মানুষ অল্প বয়সেই ফ্যাটি লিভারসহ নানা সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছে। বিশেষ বিষয় হল বেশিরভাগ মানুষই জানেন না যে, তাঁরা যে খাবারগুলি খাচ্ছেন, তা আসলে তাঁদের লিভারের

মারাত্মক ক্ষতি করছে। এই প্রতিবেদনে আমরা আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব যে, কোন কোন খাবার অতিরিক্ত খেলে আমাদের লিভারের রোগ দেখা দিতে পারে।

লিভারকে সুস্থ রাখতে আমাদের উচিত নুন ও চিনি যুক্ত খাবার পরিমিত পরিমাণে খাওয়া। সাধারণত কেক-পেস্ট্রি, ক্যান্ডি, কুকিজ, সোডা, কোল্ড ড্রিংকস এবং প্যাকেটজাত ফলের রসে অতিরিক্ত চিনি থাকে। তাই লিভারকে সুস্থ রাখতে এই সমস্ত খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। লিভারের সমস্যা সৃষ্টি ছাড়াও এইসব খাবার ব্লাড সুগার বাড়ায়, যার ফলে লিভারে চর্বি জমে ফ্যাটি লিভারের সৃষ্টি হয়। এছাড়া, ঘন ঘন প্যাটিস, রোল, ফ্রায়েড চিকেন, বার্গার, হটডগ ইত্যাদির মতো জাঙ্ক ফুড খাওয়ার ফলেও লিভার সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে। জাঙ্ক ফুডে বেশি পরিমাণে নুন এবং সুগার থাকে। এ ছাড়া এসব খাবারে অনেক ধরনের প্রিজারভেটিভ ও ফুড কালার ব্যবহার করা হয়, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

অত্যধিক লবণ খাওয়া নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। অতিরিক্ত লবণ উচ্চ রক্তচাপের সমস্যাও সৃষ্টি করতে পারে। লিভারকে সুস্থ রাখতে পাস্তা এবং ময়দা খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। এগুলি সবই অত্যন্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার, যা লিভারের উপর বোঝা বাড়ায়।

জেনে অবাক হবেন, অতিরিক্ত ভাজা এবং তৈলাক্ত খাবার খাওয়ার ফলেও লিভারের ক্ষতি হতে পারে। ভাজা খাবার যেমন সিঙারা, কচুরি, পকোড়া, চপ ফ্যাটি লিভারের কারণ হতে পারে। বর্ষাকালে আমাদের হজমশক্তি অনেকটাই কমে যায়, তাই এইসময় ভাজা খাবার এড়িয়ে চলা উচিত। এ ছাড়া অ্যালকোহল এবং রেড মিট-ও লিভারের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। রেড মিট-এ উচ্চ পরিমাণে পিউরিন থাকে, যা সমস্যা বাড়ায়। অন্যদিকে, অ্যালকোহল লিভারের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে বিবেচিত হয়।

লেখা ৬

# উত্তরের ইলিশ বোরোলি

দীপেশ নাগ

উত্তরের অভয়ারণ্য, কাঞ্চনজঙ্ঘা, তিস্তার সঙ্গেই একযোগে যে নাম উচ্চারণ হয়,তা উত্তরবঙ্গের নদীর রুপোলি শস্য---বোরোলি। ভালবেসে কেউ কেউ তার নাম রেখেছে 'তিস্তার ইলিশ' । খুব বড় হলে সাড়ে তিন-চার ইঞ্চি। তাতেই তার স্বাদে মাত আম বাঙালি। সর্ষে দিয়ে বোরোলির পাতুরি কিংবা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে সবজে রঙের ঝোল জিভে জল আনে।

এককথায় বাঙালির সবচেয়ে প্রিয় মাছ যে ইলিশ সে নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু খাদ্য প্রেমীদের তত্ব তালাশ বলছে এই বাংলাতেই রয়েছে এরকম একাধিক মাছ যা ইলিশকে স্বাদে, গন্ধে দশ গোল দিতে পারে। কিন্তু প্রচারের অভাবে সেগুলি কুলীন হতে পারেনি। যাদের গর্বে গর্বিত হয়ে মৎস্যপ্রেমীরা ইলিশকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হল এই উত্তরের ইলিশ বলে পরিচিত বোরোলি মাছ। ইলিশের সঙ্গে আকারে পাত্তা না পেতেই পারে, কিন্তু রংয়ে, স্বাদে মন জয় করে নিতে পারে এই রুপোলি সুন্দরীরা।

তিস্তায় বেশি হলেও বোরোলি অবশ্য কেবল তিস্তা নয়--- তোর্সা, করলা, রায়ডাক, বালাসন, কালজানিতেও মেলে। তবে কিনা তিস্তার বোরোলি সবচেয়ে সেরা --- এমনটাই মনে করেন ভোজনরসিকরা। তোর্ষার বোরোলিও স্বাদে-গন্ধে দুর্দান্ত। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি নদীর অববাহিকার বাসিন্দারাই আগে এই মাছ খেতেন। এখন বোরোলির চাহিদা এত বেড়ে গিয়েছে যে, জোগানে কুলোচ্ছে না। কিন্তু মৎস্যজীবীদের বক্তব্য দূষণের চোটেই বোরোলি কমছে। নদীর টলটলে পরিষ্কার প্রবহমান জল ছাড়া বোরোলি বাঁচে না। উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলোতে কীটনাশক ব্যবহার বেড়েছে। তা মিশছে নদীর জলে। তাই নদীর দূষণও বাড়ছে। তিস্তা পাড়ের মৎস্যজীবীদের মতে, বোরোলি খুব সুখী মাছ। জল একটু নোংরা হল তো আর দেখা পাওয়া যাবে না।

ফলে, স্বাদের স্মৃতিটুকুই কেবল আছে। বোরোলি পাওয়া আজকাল দুষ্কর। এমনিতে বোরোলি মেলার কথা বর্ষার ঠিক আগে এপ্রিল-মে নাগাদ অথবা বর্ষার পরে অক্টোবর-নভেম্বরে। যখন নদীর জল কমে আসে। দশ বছর আগেও এই দুই সময়ে মোটামুটি ভাবে বাজারে বোরোলি ভালই উঠত। কিন্তু এখন বোরোলির পরিমাণ তার চেয়ে প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। প্রাণিবিজ্ঞানীদের বক্তব্য, ইলিশের মতোই বোরোলিরও স্বভাব হল ঝাঁক বেঁধে স্রোতের বিরুদ্ধে গা ভাসিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়া। তা ব্যাহত হলেও বোরোলি মুখ ফিরিয়ে নেয়। ইতিমধ্যেই বোরোলি ফেরাতে নানা বিকল্প চাষের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তবে বোরোলিপ্রেমীরা খেয়ে বলেছেন, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো ব্যাপার। কোনও বিকল্পই ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না স্বাদের নিরিখে। বড়োজোর ওই সব মাছকে বোরোলির আত্মীয় বলা যেতে পারে। আসল বোরোলির স্বাদই আলাদা।

# ইউরোপের ডায়েরি (ষষ্ঠ পর্ব)

ডা প্রভাত ভট্টাচার্য

এবারে যাওয়া হবে ভেনিসের দিকে। ইতালির এক বিখ্যাত শহর। উইলিয়াম সেক্সপিয়ারের বিখ্যাত লেখা, মারচেন্ট অফ ভেনিস পড়েছি আমরা অনেকেই ।সেই অ্যান্টনিও ব্যাসিনিও , পরসিয়া, শাইলক। আজ দেখবো সেই কাহিনীর শহর।

ভেনিস অবস্থিত ইতালির উত্তর পূর্ব অংশে । এর মধ্যে রয়েছে শতাধিক দ্বীপ, যেগুলির মধ্যে রয়েছে জলরাশি এবং প্রচুর খাল। চারশোরও বেশি সেতু এই দ্বীপগুলিকে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত করে। এই সবকিছুই রয়েছে ভেনিসিয়ান লেগুন এ। অ্যাড্রিয়াটিক সাগরে এর অবস্থান।

মনে করা হয় যে ভেনিস নামটা এসেছে ভেনেটি প্রজাতির মানুষদের থেকে, যারা এখানে বাস করত খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে । এই জায়গা বিখ্যাত তার সৌন্দর্য ও স্থাপত্যের জন্য। একে বলা হয় কুইন অফ দ্য অ্যাড্রিয়াটিক , ওয়াটার সিটি, সিটি অফ ক্যানালস ,সিটি অফ ব্রিজেস ,সিটি অফ মাস্কস । এটি একটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট।

মধ্যযুগে এবং রেনেসাঁর সময়ে এই জায়গা এক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক , সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক স্থান হয়ে ওঠে। একসময়ে ভেনিস ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। পরবর্তীকালে এটি ইতালির অন্তর্ভুক্ত হয়।

এটি একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র এবং ইউরোপের সুন্দর শহরগুলির মধ্যে একটি। রোমান্টিক শহর হিসেবেও এটি খ্যাত।

এরকম একটা জায়গা দেখার জন্য মন ছটফট করছিল । নতুন জায়গা দেখার একটা আলাদা উত্তেজনা তো থাকেই । বাস থেকে নেমে আমরা উঠলাম একটা গাড়িতে, যেটা আমাদের পৌঁছে দিল সমুদ্রতীরে । সেখান থেকে লন্চে ওঠা হল। সাগরের বুকে জল কেটে এগিয়ে চলল জলযান।

আর ইউ ইন্ডিয়ান ?
প্রশ্ন শুনে তাকিয়ে দেখি এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করছেন।
ইয়েস।

পরিচয় হল তার সঙ্গে। তিনি ইতালিয়ান। ভারতে গিয়েছিলেন তিন বছর আগে। রাজস্থান খুব ভালো লেগেছিল । আমরা কোলকাতায় থাকি বললাম। তিনি কোলকাতা চেনেন বললেন। তাকে আমন্ত্রণ জানালাম আসার জন্য।

বেশ ভালো লাগছে সাগরভ্রমন । দূরে দেখা যাচ্ছে বাড়ি, গির্জা এইসব। সুন্দর সব স্থাপত্য।

বেশ কিছুক্ষণ পরে এসে পৌঁছলাম গন্তব্যে । ভেনিস। সেই অপরূপ ভেনিস।

সত্যিই ভীষণ সুন্দর। বাড়ির মাঝে মাঝে খাল বা জলরাশি। জলে

চলছে গন্ডোলা ,ওখানকার নৌকা।এটা ভেনিসের এক ঐতিহ্যও বটে। একটা দাঁড় দিয়ে এই নৌকা বাওয়া হয়। নৌকাচালককে বলা হয় গন্ডোলিয়র ।

বহু বছর ধরে গন্ডোলা চলে আসছে ভেনিসে । আগে অভিজাতরা ঘোড়ার গাড়ি পছন্দ করতেন। কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ঘোড়ার গাড়ি নিষিদ্ধ হয় এবং সবাই গন্ডোলাকে ভ্রমণের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে মনে আসে দ্য গ্রেট গ্যাম্বলার ছবির সেই বিখ্যাত গান আর দৃশ্য। গন্ডোলায় চড়ে অমিতাভ বচ্চন ও জীনত আমন গাইছেন.... দো লাভজো কি হ্যায় দিল কি কাহিনী.....। তার সঙ্গে রয়েছে ইতালিয়ান কন্ঠ। এই গান আর আবহ এক অন্য মাত্রা যোগ করে।

শুরু হল আমাদের গন্ডোলা রাইড। যদিও খরচা বেশ ভালোই ,কিন্তু দারুণ উপভোগ্য। নানা জলপথ ঘুরে ঘুরে এগিয়ে চলল নৌকা। চোখে পড়ছে অনেক ঘরবাড়ি। প্রচুর ছবি তুলতে লাগলাম। মাঝি মোটামুটি ইংরিজী জানে। সে কিছু কিছু বলতে লাগল শহর সম্পর্কে ।

এটা একটা বিস্ময়কর ব্যপার যে এই জলের মধ্যে বাড়িগুলো কিভাবে ঠিকঠাকভাবে রয়েছে। এটা জানা যায় যে নানা স্তর দিয়ে মজবুত ভিত তৈরী করে তার ওপরে বাড়ি বানানো হয়। তাই বাড়িগুলোর ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা কম থাকে। তাছাড়াও বাড়ি মাঝে মাঝেই মেরামত করা হয়।

সবারই ভালো লাগছে ঘুরতে। কিন্তু সব ভালো জিনিসেরই যেমন শেষ আছে, গন্ডোলা ভ্রমণেরও সমাপ্তি হল।

দারুণ এক অভিজ্ঞতা। বলে উঠলো নীলাঞ্জনা।
আবার আসবো এখানে। রূপকথা বলল।
দেখা যাক। আমি বললাম। চলো, আরো দেখার আছে।

একটু হাঁটার পরেই একটা বিশাল চত্বর বা স্কোয়ার এ এসে পৌঁছলাম। সেখানে দেখলাম অনেক পায়রা ঘুরে বেড়াচ্ছে । রূপকথা তাদের সঙ্গে খেলতে লেগে গেল।

দেখা হল বিখ্যাত সেন্ট মার্ক স ব্যাসিলিকা । এটি একটি রোমান ক্যাথলিক ক্যাথেড্রাল যা সান মার্কো স্কোয়ারের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত । অপূর্ব এর ভাস্কর্য। উঠে গেছে সুন্দর

মার্বেলের সিঁড়ি। প্রবেশদ্বারে রয়েছে সুন্দর সেন্ট মার্কের ঘোড়াগুলি। ভেতরে রয়েছে রেনেসাঁ যুগের অপরূপ সব ভাস্কর্য।

মুরানো গ্লাস ফ্যাক্টরি ও দেখা হল। সেখানে রয়েছে দারুণ সব স্ফটিকের জিনিসপত্র । সামনেই রয়েছে খুব সুন্দর সবুজ রঙের বড় এক ঘোড়া। তার সামনে দাঁড়িয়ে নীলাঞ্জনার ছবি তুললাম। ভেতরে ঢুকে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কত রকমের, কত রঙের কাচের জিনিস। আমি ছবি তুলতে লাগলাম। অন্যদের বারণ করছিল ছবি তুলতে, কিন্তু কেন জানি না আমাকে কিছু বলল না।

ভীষণ সুন্দর । নীলাঞ্জনা বলল।

বাইরে বেরিয়ে দেখলাম অন্যান্য ছোটো দোকানেও স্ফটিকের জিনিস বিক্রি হচ্ছে। দুটো ছোটো গন্ডোলার রেপ্লিকা কিনলাম।

এরপর যাওয়া হল গ্যালারী ডেল অ্যাকাডেমিয়াতে ,যা হল একটি আর্ট গ্যালারী । এখানে রয়েছে গথিক থেকে রোকোকো যুগ পর্যন্ত পাঁচশোর ও বেশি শিল্পকর্ম । ভালো করে দেখা হল। মুগ্ধ হয়ে দেখলাম। যার শিল্পী তাদের চোখে তো আরো ভালো লাগবে।

তুমি তো ভালো ছবি আঁকো। খুব ভালো লাগছে নিশ্চয়ই । নীলাঞ্জনাকে বললাম আমি।
হ্যাঁ, অসাধারণ সব কাজ।

এবারে ফেরার পালা। আবার লঞ্চে করে, সাগরের ওপর দিয়ে। ভেনিস নগরীর নয়নাভিরাম ছবি যেন ভাসছে চোখের সামনে।

একদল কোরীয় পর্যটক আমাদের সঙ্গেই ফিরছিলেন। আমাদের দিকে চেয়ে হাসিমুখে একজন জিজ্ঞেস করলেন, হুইচ কান্ট্রি ?
ইন্ডিয়া। জবাব দিল রূপকথা।

আমাদের চকোলেট দিলেন তারা। আমাদের কাছে বিস্কুট ছিল, তাদের দিলাম । ক্ষণিকের পরিচয়ে কেমন সখ্যতা গড়ে ওঠে।

তীরে এসে গাড়িতে চড়ে বাসে, তারপর হোটেলে। আসার পথে মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে করতে এসেছি, দ্রাক্ষাক্ষেত , অন্যান্য গাছপালা, আল্পসের দৃশ্য, অস্তগামী সূর্যের আভা। এখানে দিনের আলো অনেকক্ষণ পর্যন্ত থাকে।

সবাই খুব উপভোগ করেছে। খানিকক্ষণ গল্প হল নিজেদের মধ্যে।

আজ খুব মজা হয়েছে। রূপকথা বলল।
ট্যুরটা বেশ ভালোই হচ্ছে। বললেন মি. শ্রীনিবাসন ।
একদম। সুদীপ্তবাবু সায় দিলেন।

কাল আমরা যাব অস্ট্রিয়ার দিকে। বললেন আমাদের ম্যানেজার , মিঃ প্যাটেল ।

খানিক পর রাতের খাওয়া । এবারে বেশ ক্লান্ত লাগছে। তাড়াতাড়ি ঘরে এসে সোজা বিছানায়।

এর পর আগামী সংখ্যায়

# রঙে রেখায় রাজপুতানা (পঞ্চম পর্ব)

আদিত্য সেন

বশিষ্ঠের সংস্পর্শে এলে নিবেদিতার ব্যক্তিত্বটা কেমন যেন এক ধরনের চিড় খায়। কি যেন মানুষটার মধ্যে আছে যা ওকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। নিবেদিতা তাকে এজন্য এত দিনের আলাপে নিয়ে ঘর করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। বশিষ্ঠকে এখনও 'আপনি' বলে এখানে 'আপনি'র অর্থ একটু দূরত্ব, অন্তরঙ্গতার মাঝে একটু প্রাচীর।

বশিষ্ঠ বলে, তোমার জীবনটাকে তুমি দেখতে পাও কিনা জানি না, যেভাবে আমি দেখেছি, তোমাকে একটু না হয় খুলেই বলি। এসব কথার অনেক কিছু ভুলে যাবে কিন্তু যেটুকু মনে থাকবে, তাতেই আমার অস্তিত্ব ভাস্বর হয়ে উঠবে। আমার কথাগুলি থাকবে স্মৃতির মত, সুরের মত, গানের মত ।

বশিষ্ঠ আমাকে বলে, তুমি একটা টুনটুনি পাখি । রঙ মুখে নিয়ে এদিক-ওদিক রঙ ছড়াও, তারপর ফুরৎ করে উড়ে যাও।

- আচ্ছা, এসব কথা ভাল লাগে ? আমি তখন যাচ্ছি আমেরিকায়, কত আমার স্বপ্ন, কত পরিশ্রম করে থাঁসিসটা লিখব সেই সংকল্প, প্রফেসর রীড কত খুশী হবেন আমার

জোগাড় করা মেটিরিয়েল দেখে, তাঁর মুখের হাসি আমি তখন বেশী করে শুনছি–যদিও ঘর-সংসার করার কথা খুব একটা মূল্য দিইনি কোনকালে, কেন জানিনা, ভাবতাম, বশিষ্ঠের মত অত অতীত নিয়ে যেমন ভাবব না, তেমনি ভাবব না ভবিষ্যৎ । আমার মধ্যে মস্ত বড় যে জিনিসটা কাজ করে---যেটা আছে আমি জানি, না থাকলেই বোধ হয় ভাল হত, তা হচ্ছে একটা আইডিয়েল, বেসিক কতগুলো অনেষ্টি। সফলতায় উজ্জ্বল মুহূর্তে কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে আমার আলাপ-- একটা দমকা হাওয়ায় সব বিশ্বাস ভেঙ্গে পড়ল। কিন্তু লড়াই করতে করতে আমি কি রকম যেন হয়ে যাচ্ছি।

বশিষ্ঠ তখন বলত---যতক্ষণ কাছে থাক, আমি শুধু রঙ দেখি, আর ফর্ম। যখন টুনটুনি উড়ে যায় তার ফর্ম নিয়ে, তখন রঙ স্বপ্ন হয়ে আমাকে আবিষ্ট করে। আমি যাকে পাব না তার জন্য আমি যন্ত্রণায় ছটফট করি আর তাকেই আমি আঁকতে চাই। আমি বলেছিলাম--ঠিক বুঝলাম না। বশিষ্ঠ বলেছিল--যাও, ভালভাবে ঘুরে এসো আমেরিকা থেকে, তখন বুঝিয়ে দেব।

তবে কী বশিষ্ঠ কৃষ্ণেন্দুর এপিসডটার কথা আগেই টের পেয়েছিল ? ঝড়ের মত কাজ করেছি, তারপর ডক্টরেটও ভাববার আমার অবসর ছিল না। পেয়েছি। প্রফেসর রীড বিদায়ী ভাষণে বলেছিলেন, আমি অনেক ছাত্রী পেয়েছি। জীবনে, কিন্তু তোমার মধ্যে কি যেন একটা আগুন দেখেছি। তোমার জীবন কেমন হবে, আমার জানার খুব আগ্রহ রইল।

আমি আমার থীসিসে মহেঞ্জোদারো হরাপ্পা কালচারের সঙ্গে রাজস্থানের একটা সম্পর্ক দেখাবার চেষ্টা করেছিলাম। কাঁচামাল যেখানে পাওয়া যায়, যেখানে কোন শিল্প গড়ে ওঠার উপযুক্ত আনুষঙ্গিক রসদ থাকে, সেখানে শিল্প সভ্যতা গড়ে উঠবেই। ইতিহাসের মধ্যে সংঘাতটা যেমন সত্য, তেমনি সত্য তার যোগসূত্রের তত্বটা। রাজস্থানে দেখছি তামা পাওয়া যায়, এরকম আরও অনেক ধাতু, যেমন দস্তা, ম্যাঙ্গানীস্, লোহা, ইত্যাদি। মহেঞ্জোদারো সভ্যতায় যদি তামা ও অন্যান্য ধাতুর ব্যবহার দেখতে পাই, তবে আমি অনুমান করতে পারি যে এই সভ্যতা বিস্তারের মূলে শুধু যে উদ্বৃত্ত শস্য ছিল তাই নয়, শিল্প সম্ভারের অন্যান্য ধাতুও । সেটাকে 'লিংকেচ থিউরি' দিয়ে দেখরে তার ব্যবহারের মধ্যেও এই সভ্যতা বিস্তারের নিদর্শন খুঁজে পাব।

তখনকার কিছু মুদ্রাও পাওয়া গেছে। লোথাল বন্দর পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হয়েছে। আমি দেখিয়েছি যে মহেঞ্জোদারো ও হরাপার সভ্যতা শুধু দু'একটা ট্রাইবাল আক্রমণ ও পারস্পরিক লড়াইয়ে শেষ হয়ে যায়নি – এই প্রসারের মধ্যেই তার ব্যাপকতার বীজ

রয়েছে। তেমনি দেশের অন্য জায়গায় শহর সভ্যতার কিছু কিছু যা নিদর্শন পাওয়া গেছে- যেমন কালিবঙ্গা বা রঙ্গমহল-- এসবের অস্তিত্বের মধ্যেই রয়েছে মহেঞ্জোদারো হরা পার বিস্তার। পরবর্তীকালে গাঙ্গেয় উপত্যকায় যে সভ্যতার বিস্তার ঘটে, সেটা মহেঞ্জোদারো ও হরাপারই অবিচ্ছিন্ন ধারা—যার প্রকাশ দেখি সারা দেশের ধর্মকর্মে, বিশ্বাসে, রিচুয়াল ও পুজোপাঠে, জন্মান্তরবাদের কনসেপশনে।

বশিষ্ঠ বলে, মিসিগান ইউনিভারসিটিতে গিয়ে, তুমি বাহবা পেয়েছ, ডক্টরেট পেয়েছ। তুমি 'মেটামরফসিস্ অব্ কিংগলি স্টেটস্ অব রাজস্থান' এই নামে পরবর্তী যে বইটা লিখছ-সেটাই তোমাকে হয়ত প্রতিষ্ঠা দেবে। বইটা কবে লেখা হবে এবং কারা ছাপবে জানি না, তবে থিসিসটা যখন ব্রিটেনের একটা বড় পাবলিসার্শ ছাপে, তখন তোমার মুখে আনন্দের রক্তলেখা দেখেছিলাম আমি । একটু অবাক হয়েছিলাম, কারণ ওতে তুমি ব্রিটিশ ও আমেরিকান থিওরির প্রতিবাদ করেছিলে। এই জোরদার লবি একশো-দেড়শো বছর ধরে প্রমাণ করে ছেড়ে দিয়েছে যে ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে সুমেরীয়, ক্রীট ও মিশরীয় সভ্যতার ছাপ আছে, অর্থাৎ তোমার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব যদি থেকেও থাকে সেটা ওদের কাছ থেকে ধার করা—তবেই দেখো, যদি বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রাচীন সভ্য জগতের মধ্যে লেনদেন হয়েই থাকে, অন্যরা আমাদের যতটা প্রভাবিত করেছে, আমরাও ততোধিক করেছি কিন্তু অন্যদের কাছে সেই প্রভাবটার প্রমাণ আছে, আমাদের অতটা নেই । এটাকেই আমি ব্রিটিশ ও আমেরিকান লবি বলছি,-- যা আমাদের ঐতিহাসিকদের কাছে বড় একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বড় ফ্যাক্টর মানে, তাঁরা এই মতবাদকে শুধু যে বিশ্বাস করতেন তাই নয়, যা কিছু তাঁরা লিখেছেন, এই মতবাদকে সত্য ভেবে।

- ওতে কি বোঝায় ?
- তা আমি জানি না। কিছু হলেই তোমাকে সেমিনারে ডাকা হয় ।
- কি যে তুমি বলে আস জানি না, কিন্তু সবাই স্বীকার করে দেখবার দৃষ্টি তোমার
- একেবারে আলাদা

- আপনি যে কি বলতে চাইছেন ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। আপনিই বলেছিলেন সত্যিকারের অরিজিনাল আইডিয়াস্ খুব কম ঐতিহাসিকদের থাকে। বেশীর ভাগই টুকে মারার দলে। এই কথাটা মনে রেখেই আমি থ্রীসিসটা লিখেছিলাম, সমাদৃত হয়েছে ত ।
- তা কেন হবে না ?
- সত্যকে গোপন করা যায় কিছুদিন, কিন্তু সময় হলে গোটা একটা সভ্যতা তার সব সত্য নিয়ে ধরা পড়ে।

তখন সেই থিসিস লেখার কালে বশিষ্ঠের একটা অন্য রূপ দেখেছিলাম আমি। আর খুঁজে পেয়েছিও অনেক তথ্য। মজা হল, আমি থসিস লিখে নাম– সম্মান প্রতিপত্তি পেয়েছি কিন্তু বশিষ্ঠ ওসবের তোয়াক্কা করেনি বলে যেমনটি ছিল, তেমনটি রয়ে গেছে।

এর পর আগামী সংখ্যায়

# ফিরে দেখা (পঞ্চম পর্ব)

প্রদীপ শ্রীবাস্তব

ধীরে ধীরে এক এক করে দোকান অফিস ইত্যাদি ভাঙতে ভাঙতে সুচিত্রা হলও একসময়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো। সেইসময় সরকার পক্ষ থেকে ভেঙে ফেলা সিনেমাহল বা দোকানের পরিবর্তে যে বিকল্প জায়গা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তা পূর্বেকার আয়তনের চাইতে অনেকটাই কম। ফলে সুচিত্রা হলের ছাদের তলার বেঙ্গল হোটেল পেলো তার অর্ধেকেরও কম সাইজের দোকান এবং সুচিত্রা হলেরও হলো একই অবস্থা। যেকারনে রায় পরিবারের মালিকের ইচ্ছে থাকলেও তা আর নতুন করে গড়ে উঠলোনা।

এরপর আসি বেহালার আরেকটি পুরাতন সিনেমা হল ' অজন্তা ' প্রসঙ্গে। পূর্বেই বলেছি যে, খুব ছোটবেলায় মায়ের হাত ধরে এই হলে সাদা কালো ছবি দেখার কথা। হলের সামনেই ছিল একটি সুদৃশ্য গোলাকার জলাধার। তার মাঝখানে ছিল একটি ফোয়ারা ও দুদিকে দুটি মৎস্যকন্যা। হলের বাইরের দিকে ছিল টিকিট কাউন্টার।

বেহালার এই হলের অন্যতম বিশেষত্ব ছিল, তখনকার সব সুপারহিট হিন্দী ও ইংরেজী বা হলিউড এর সিনেমা। এই হলে মোট চারটি শো চলতো। মর্নিং – নুন বা ম্যাটিনি – ইভিনিং এবং নাইট শো। এই নাইট শো কখনও কখনও শেষ হতো রাত ১২টায়। ১৯৭১ – ৭২ সালে ভয়াবহ নকশালী আন্দোলন ( তখনকার বেহালা অঞ্চল যার মধ্যে সক্রিয় কেন্দ্রস্থল ) এর কারণে নাইট শো প্রায় সব হলেই তুলে দেওয়া হয়েছিল। পরে

তা নতুন করে শুরু হলেও রাত ১০,৩০ – ১১ টার মধ্যে শেষ হয়ে যেতো। মর্নিং শো এ চলতো বেশিরভাগ জেমস বন্ড এর ছবি। ছবি শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই বিজ্ঞাপণ ইত্যাদি দেখানোর পর থেকে শুরু হতো স্বল্পদৈর্ঘ্যের কোনও মজার কার্টুন ফিল্ম ( সাদা কালো ), তারপর শুরু হতো মূল ছবি ইস্টম্যান কালারে।

এই হলেই বো ডেরেক অভিনীত সব ছবি মুক্তি পেতো। এবং অমিতাভ বচ্চনের সমস্ত সুপারহিট ছবি ও নাসির হোসেনের সমস্ত ছবি প্রথমদিন থেকেই মুক্তি পেয়ে রমরমিয়ে চলে ১০০ দিন পাড় করে দিতো।

এবার আসি এই হলের মালিকানা প্রসঙ্গে।

এটির মালিক ছিলেন বেহালার সুবিখ্যাত রায় পরিবারের নামি রাজনীতিবিদ তথা সমাজসেবী, আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার এবং বৈমানিক বীরেন রায় ও তার সাথে যৌথভাবে ওনার স্ত্রী মেঘমালা রায়। হলটির উদ্বোধন হয় ১৯৪৮ সালে ' ভুলি নাই ' চলচ্চিত্র দিয়ে। পরে উনি এটি লিজে দেন তার সুহৃদ বন্ধু মাখনলাল সাহাকে। কিন্তু এরপরই মাখনলাল সাহা একটি কেস করে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট অবধি টেনে নিয়ে যাওয়ার ফলে বিরক্ত হয়ে বেহালা ট্রামডিপোর কাছে তৎকালীন ইলোরা হল নির্মাণ করেন। তারপর যদিও এই কেস মিটে গিয়েছিল, কিন্তু উনি অজন্তা হল মাখনবাবুর এক্তিয়ারেই রেখে দেন। পরে ডায়মন্ড হারবার রোড চওড়া করার সময়ে হলের সামনের সুদৃশ্য বাগান এবং ঝর্ণা ভাঙ্গা পড়ে।

শুনেছি, এই হলের টিকিট কাউন্টারে বসতেন অভিনেতা নায়ক উত্তমকুমারের পিতা।

বর্তমানে মাখনলাল বাবুর মৃত্যুর পর ওনার ছেলে রতন সাহার হাতে দায়িত্ব বর্তায়।

২০০১ সালে রতনবাবু পুরাতন সাবেক হল ভেঙে নতুনভাবে একে কম আরামদায়ক সিটের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত দুটি আলাদা মাল্টিপ্লেক্স এ রূপান্তরিত করেন। হলে একই সাথে একটিতে বাংলা এবং আরেকটিতে হিন্দী ভালো মানের ছবি প্রদর্শণ শুরু হয়।

বর্তমানে হলের গ্রাউন্ড ফ্লোরের বাঁদিকে একটি বেসরকরি ব্যাঙ্ক, তার ডানদিকে টিকিট কাউন্টার এবং দুতলায় একটি বার কাউন্টার খোলার জন্য ভাড়া দেওয়া আছে।

এর পর আগামী সংখ্যায়

লেখা ১০

# অন্য মাপের বিশ্বজয়

**প্রসেনজিত দত্ত**

একটা ভারতের বিশ্বকাপ জয় আর একটা দুর্দান্ত বললেও কম হয় ক্যাচ --- ভারতের এবারের বিশ্বকাপের পারফরম্যান্সের বিশ্লেষণ করতে বসলে এইটাই হবে একমাত্র ওয়ান লাইনার , যা সম্ভবত ভারতের অতিবড় শত্রুও শত চেষ্টা করলেও এড়িয়ে যেতে পারবেন না।ক্রিকেট বিশ্বের আনাচে কানাচে কান পাতুন , শুনতে পাবেন অবিশ্বাস্য ফিটনেস আর বিশ্বাসের এই মেলবন্ধন নিয়ে , কানাকানি নয়, একদম উচ্ছ্বসিত প্রতিক্রিয়া।কারণ, ১৩ বছর বাদে বিশ্বজয় আর ১১ বছর বাদে কোনো আইসিসি ট্রফি ঘরে ঢুকিয়ে ভারত আর কিচ্ছু করেনি, ক্রিকেটের দুনিয়ায় হয় না বলে যে কোনো কথা হয় না সেটাই ফের প্রমাণ করে দিয়েছে।

এটা বলছি কেন ! বলছি একটাই কারণে যে, শেষ ওভারে যখন দরকার ছিল ১৬ তখন কিন্তু বুমরা ম্যাজিক শেষ , শেষ তারুণ্যের ভরসা অর্শদীপের ওভারও। ক্লাসেনের ঝড়ে তো ভারতের হারই লেখা হব হব করছিল। কিন্তু তারপরেও ...

হ্যাঁ মশাই, এই কিন্তুটাই আসলে ক্রিকেট। সাধে কি জয়ের পর হার্দিককে বলতে শোনা গেছে , ‘শেষ ওভারের জন্য তৈরি ছিলাম। শুধু মাথা ঠান্ডা রেখেছি।’ কেবল তাই নয় , গোটা টিম বুঝিয়ে দিয়েছে এই জয় কেন কোনো ব্যক্তিকে আলোকিত করার জয়

নয়, এক কথায় টিমের জয়।মাঠে যাঁরা হাজির ছিলেন আর যাঁরা উত্তেজিত হৃৎপিণ্ড মুঠোয় নিয়ে টিভির সামনে উদগ্রীব হয়ে বসেছিলেন তাঁদের যাকে হোক জিগগেস করুন , বলবেন বলে বুমরা-অর্শদীপ-হার্দিক , ব্যাটে বিরাট -অক্ষর-শিবম --- কাকে বাদ দিয়ে কাকে দেখবেন ভেবে উঠতে গিয়ে কে কীভাবে ভারী মিষ্টি অথচ একই সঙ্গে তীব্র উত্তেজক বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন !

হিসেব মতো ১১ বছর পর শাপমুক্তি। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৭ রানে হারিয়ে রোহিত শর্মার হাত ধরে বার্বাডোজের মাটিতে উড়েছে ভারতের জয় পতাকা। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০২৪ সালের টি ২০ বিশ্বকাপে সর্বাধিক রান করেছেন আফগানিস্তানের রহমানুল্লাহ গুররাজ। ৮ ম্যাচে তিনি তুলেছেন ২৮১ রান। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ৮ ম্যাচে ২৫৭ রান রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। তৃতীয় সর্বাধিক রান তুলেছেন অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড, ৭ ম্যাচে ২৫৫ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার কুইন্টন ডি কক রয়েছেন চতুর্থ স্থানে। ৯ ম্যাচে তিনি করেছেন ২৪৩ রান। তালিকার পঞ্চম স্থানে রয়েছেন আফগানিস্তানের ইব্রাহিম জর্ডন। ৮ ম্যাচে ২৩১ রান করেছেন তিনি। টি২০ বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারির তালিকায় যৌথভাবে প্রথমস্থানে রয়েছেন আফগানিস্তানের ফজলহক ফারুকি এবং ভারতের অর্শদীপ সিং। দুজনেই ৮ ম্যাচে ১৭ উইকেট পেয়েছেন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন যশপ্রীত বুমরাহ। ৮ ম্যাচে তিনি পেয়েছেন ১৫ উইকেট। তৃতীয় স্থানে দক্ষিণ আফ্রিকার আনরিক নর্তিয়ে, ৯ ম্যাচে তিনি তুলেছেন ১৫ উইকেট। চতুর্থ স্থানে রয়েছেন আফগানিস্তানের রশিদ খান। ৮ ম্যাচে তিনি পেয়েছেন ১৪ উইকেট।

যাই হোক, পর্দা নামল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসরের। ফাইনালের মহারণে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে এই টুর্নামেন্টে ১৭ বছর শিরোপা জিতল রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারত। কোনও আসর শেষ হলে, সেরা একাদশ বাছাই করে থাকে আইসিসি। হিসেবমতোই এবার সেখানে একচেটিয়া রাজত্ব ভারতের ক্রিকেটারদের। সেরা একাদশে ভারত থেকে জায়গা পেয়েছেন ছয় ক্রিকেটার। তবে ঠাঁই মেলেনি ফাইনালে ম্যাচ সেরার পুরস্কার জেতা বিরাট কোহলির। ভারত থেকে সেরা একাদশে জায়গা পেয়েছেন রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদব, অক্ষর প্যাটেল, অর্শদীপ সিং এবং জসপ্রীত বুমরাহ। আইসিসির সেরা একাদশ হলেন রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), রহমানুল্লাহ গুরবাজ (উইকেটরক্ষক), নিকোলাস পুরান, সূর্যকুমার যাদব, মার্কাস স্টয়নিস, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, রশিদ খান, জসপ্রিত বুমরাহ, অর্শদীপ সিং, ফজলহক ফারুকি। বিশ্বজয়ীর খেতাব জেতায় প্রায় ২.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক পুরস্কার পেয়েছে ভারত। ভারতীয় মুদ্রায় ১৯.৯৫ কোটি টাকা।

টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের পরই ক্রিকেটের সবথেকে ছোট ফর্ম্যাট থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। ফলে টি-২০ ক্রিকেটে বিরাট কোহলির জায়গা কে নেবে তা নিয়ে তৈরি হয়েছিল সংশয়। কেরিয়ারের বেশিরভাগ সময়টাই নাম্বার তিনে ব্যাট করেছেন বিরাট কোহলি। সেখানেই পেয়েছেন যাবতীয় সাফল্য। তবে জীবনের শেষ সিরিজ টি-২০ বিশ্বকাপ কোহলি ব্যাট করেছেন ওপেনিং স্লটে। টি-২০ ক্রিকেট থেকে কোহলির অবসরের পর সেই জায়গা নেবে কোন তরুণ ক্রিকেটার তা নিয়ে জল্পনা চলছিল ফ্যানেদের মধ্যে। তবে এবার হয়তো সেই প্রশ্নের কিছুটা হলেও সমাধান পাওয়া গেল। কোহলির জায়গা নেওয়ার দৌড়ে একাধিক ক্রিকেটার থাকলেও, ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড় হতে পারেন সেই বদলি। কারণ ঠান্ডা মাথায় ব্যাট করার পাশাপাশি টেকনিক্যালি খুব স্ট্রং ঋতুরাজ। হাতে রয়েছে সবধরনের শট। বিশেষ করে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে ৪৭ বলে ৭৭ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড়। ১১টি চার ও ১টি ছয়ে সাজানো তাঁর ইনিংস। ঋতুরাজের চোখ ধাঁধানো শট প্রশংসিত হয়েছে সর্বত্র। তবে, বিরাট কোহলির জায়গা ঋতুরাজ গায়কোয়াড় নেবেন, সেই কথা বলার জন্য এখনও খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। তবে হিসেব মতো ঋতুরাজের মধ্যে বড় ব্যাটার হয়ে ওঠার সমস্ত গুণই রয়েছে।

# রোমাঞ্চে ঘেরা ইতিহাসের পথে (পঞ্চম পর্ব)

বাবলু সাহা

পলাশ আর আমি তৎক্ষণাৎ লেগে পড়লাম এই ভাঙাচোরা পরিত্যক্ত বন্দরের অবশিষ্টাংশ খুঁজে বের করতে। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি যে, এখানে সমুদ্র একেবারে শান্ত এবং জোয়ার ভাটা চলে।

গভীর সমুদ্র বেশ কিছুটা দূরে। আমরা পাড় বরাবর অনেকখানি হাঁটার পর দেখলাম গভীর শরবনের জঙ্গল ভেদ করে যাওয়া একেবারে দুঃসাধ্য। উল্টোদিকে দেখা যাচ্ছে প্রাক শরতের লম্বা লম্বা কাশ ফুলের মেলা। পরে শুনেছি, ওপারে যেতে গেলে অনেকটা ঘুরে একটি পথ আছে।

হুঁশ ছিলনা দুজনেরই, হঠাৎ চোখের সামনে যেন ধাঁধা লেগে গেল। এরকম বিস্ময় চোখের সামনে যে অপেক্ষা করে আছে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। ভারতবর্ষের অনেক সমুদ্রে ঘুরেছি, কিন্তু এরকম মাথা ঘুরে যাওয়া সূর্যোদয় আর কোথাও দেখিনি। মনে হচ্ছিল যেন অদ্ভুত তরল গলানো সোনা সমগ্র আকাশ এবং সমুদ্র যেন পরস্পর পরস্পরকে চুম্বন করতে এসেছে। চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখে হতবাক আত্মহারা হয়ে দিগ্বিদিক ভুলে আমরা প্রস্তরীভুত। একটু হুঁশ ফিরতেই আমার মোবাইলে পরপর ছবি তুলতে থাকলাম।

এভাবে ঠিক কতটা সময় মোহাবিষ্ট হয়েছিলাম জানিনা।

সূর্য তার রঙ ছড়িয়ে পুরোপুরি উদিত হওয়ার পর, jআমরা আবার সেই সবুজ ঘাসের জঙ্গল পেরিয়ে ফিরে এলাম আমাদের বনবাংলোর সেই ঘরে।

ফিরেই তড়িঘড়ি হাতমুখ ধুয়ে একটু ফ্রেশ হয়েই পুণরায় আমাদের আরেকটি অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার জন্য তৈরী হলাম।

আগের দিনই শুনেছিলাম আরেকটি সী বীচ ' হিজলী শরীফের কথা।

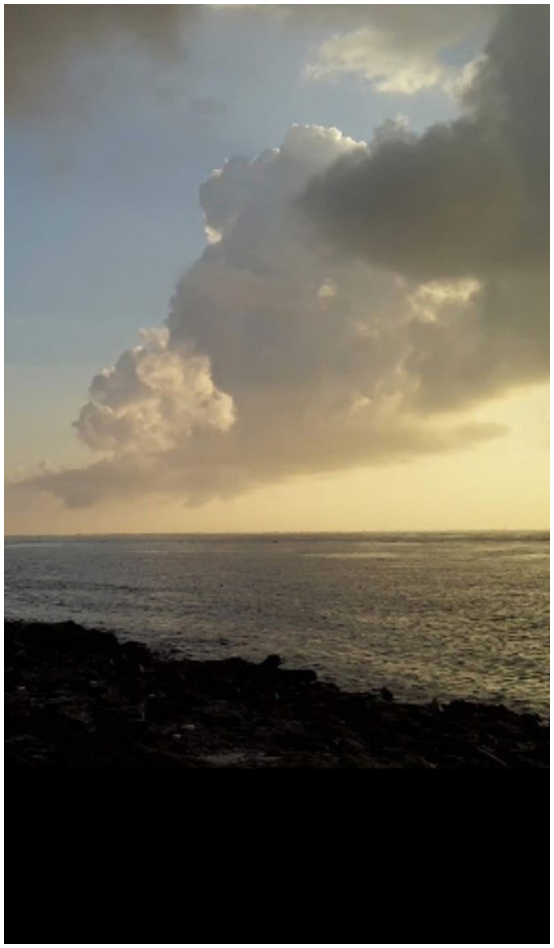

বাইকে ওঠার আগে আরেকবার সেই সন্তোষবাবু, তার ছোট ছেলে আর ছোট দুই নাতনি এবং বাংলোর সবার সাথে করমর্দন এবং কুশল বিনিময় করে, একসাথে বেশকয়েকটি ফটো তুলে বাইকে স্টার্ট দিলাম।

সে এক অসাধারণ গ্রামের শস্যশ্যামল সবুজ রাস্তা ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। মাথার উপর পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশ, মনোরম প্রকৃতি এবং আবহাওয়া। কিছুদূর যাওয়ার পর আমরা একজায়গায় একটি খাবারের দোকান দেখে সকলের প্রাতরাশের কারণে থামলাম।

ঝুপড়ি দোকানের একধারে বাইক দাঁড় করিয়ে কাঠের বেঞ্চে বসে খাবারের অর্ডার দিলাম।

এইপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি যে,প্রায় পুরো পূর্ব মেদিনীপুর জুড়েই, বিশেষ করে খেজুরী – নন্দীগ্রাম অঞ্চলে সকালের মূখ্য খাবার হচ্ছে পেটাই পরোটা সাথে আলুর তরকারী বা ঘুগনি এবং রসগোল্লা বা ল্যাংচা।

যাই হোক, খাওয়া হয়ে গেলে আবার সেই বাইকের সওয়ারী হয়ে চলা। কোথাও সিমেন্টের সাঁকো, কোথাও বা নদীর ধার ধরে, কোথাও বা ধানজমির আলপথের পাশ দিয়ে।

একসময়ে হঠাৎ দেখা গেল সার সার মাছ ধরার ট্রলার সার বেঁধে দূরে সমুদ্রের বুকে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার উপরে সী গাল বা শঙ্খচিল উড়ে বেড়াচ্ছে।

বীচের রাস্তা বাঁদিকে রেখে আরেকটু এগোতেই চোখে পড়লো বিশাল এলাকা জুড়ে লম্বা চওড়া পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বনদপ্তরের চওড়া লোহার গেট।

এটিই হিজলী শরীফের সংরক্ষিত বনদপ্তরের আওতাধীন এলাকা।

পলাশ চলতি বাইক নিয়ে গেট পাড় হয়ে একেবারে অফিসের সামনে এসে গড়ি দাঁড় করালো। পুরো এলাকার চারপাশে নানান ধরণের সুউচ্চ বৃক্ষরাজির সমাহার। চারপাশ একেবারে শান্ত নির্জন। আমরা দুজন অফিসের দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলাম।

এর পর আগামী সংখ্যায়

# অন্য জগৎ

**নিজস্ব প্রতিবেদন**

## ভিন্ন মাপের কর্মশালা

সম্প্রতি সল্ট লেকের ভারতীয় বিদ্যা ভবন সভাগৃহে ইন্ডাস ব্যান্ড ফাউন্ডেশনের আয়োজনে হয়ে গেল শব্দ নামে একটি বহুমাত্রিক কর্মশালা। একদিনের এই কর্মশালায় বিভিন্ন ক্ষেত্রের গুণীজনের উপস্থিতিতে আয়োজকদের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের দেহ, মন এবং প্রকৃতিতে শব্দ বা ভারতীয় ধারণায় স্বয়ং ব্রহ্মের সহোদর নাদ তথা নাদব্রহ্মের প্রভাব নিয়ে শ্রোতা তথা সমবেতজনদের ওয়াকিবহাল করা। ওয়ার্কশপের গোড়ায় এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ইন্ডাস ব্যান্ড ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা , প্রেসিডেন্ট সোমালি পাণ্ডা । ওয়ার্কশপের উদ্দেশ্য এবং এই বিষয়ক ধারণা নিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রখ্যাত আর্ট কিউরেটর এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা রত্নোত্তমা সেনগুপ্ত, এ এস ডাব্লিউ ডব্লিউ এফ-এর ভাইস চেয়ারম্যান এবং সিইও ড. রাহুল ভার্মা , সমাজসেবী অমলেশ দাশগুপ্ত, বৌদ্ধ চ্যান্টিং এক্সপার্ট ভন্তে বুদ্ধরক্ষিত , সাহিত্যিক কঙ্কাবতী দত্ত, গবেষক ও বিজ্ঞানী ড জয়ন্ত বসু প্রমুখ। তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে উঠে আসে ভারতীয় সংস্কৃতিতে শব্দব্রহ্মের উপস্থিতি এবং তার প্রভাবের নানা দিক। ভাবগম্ভীর এই অনুষ্ঠানে ভারতের মর্মবাণী তুলে ধরার পাশাপাশি আজকের সামাজিক প্রেক্ষিতে এই বিশেষ দিকের প্রভাব নিয়ে বক্তব্য উঠে আসে উপস্থিত গুণীজনের নিবেদনে।বিশেষ করে এ বিষয়ে বক্তব্য পেশ

করেন সোমালি পান্ডা, অডিটরি সায়েন্স এবং শ্রাব্য শিল্প নিয়ে বক্তব্য রাখেন সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যাডভান্স কম্পিউটিং তরফে জয়ন্ত বসু। বক্তব্য রাখেন গল্পকার ও ঔপন্যাসিক কঙ্কাবতী দত্ত, 'সাউন্ড অ্যান্ড সাইলেন্স' শীর্ষে কবিতা পাঠ করেন রাজর্ষি পত্রনবীশ, জাগরী মুখার্জি, ঋতুপর্ণা খান প্রমুখ , ডব্লিউআইসিসিএন চ্যান্টিং ও বৌদ্ধ চ্যান্টিং এবং ভারতীয় জীবনে তার অবদান নিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন রাজর্ষি নারায়ণ পত্রনবীশ, ভন্তে বুদ্ধরক্ষিত। অনুষ্ঠানের শেষে ছিল সারটিফিকেট অফ পারটিসিপেশন প্রদানের ব্যবস্থা।

---

## রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা : এক ভিন্ন প্রয়াস

সম্প্রতি অক্সফোর্ড বুকস্টোরে অনুষ্ঠিত হল এক্সেলার বুকসের উদ্যোগে 'মুক্তধারা ২০২৪'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের এই অনুষ্ঠান এবার তৃতীয় বছরে পা রাখল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত কবি জয় গোস্বামী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত চিত্রপরিচালক অশোক বিশ্বনাথন। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ মানসী রায়চৌধুরী, কবি সংযুক্তা দাশগুপ্ত, লেখিকা জুলি ব্যানার্জি মেহেতা, লেখক বিনোদ ঘোষাল, অভিনেতা ঋতব্রত মুখার্জি, সঞ্চালিকা ও অভিনেত্রী চৈতালি দাশগুপ্ত এবং অধ্যাপক চন্দ্রানী বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট বক্তারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা, জীবন দর্শন, ব্যক্তিগত জীবন এবং শিক্ষা প্রসারে তার অবদান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখার প্রাসঙ্গিকতা নিয়েও আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে এক্সেলার বুকসের তরফ থেকে একশো জনেরও বেশি দেশি-বিদেশি তরুণ কবির কবিতা নিয়ে ইংরেজি কবিতার সংকলন 'অ্যান

এডভেঞ্চার কলড লাইফ' প্রকাশ পায়, বইটি সম্পাদনা করেছেন অশোক বিশ্বনাথন এবং স্বরুপা চ্যাটার্জী। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট মানুষদের 'টেগোর সম্মান ২০২৪' প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। একদম শেষে ছিল কবিতা পাঠের আসর। জাপানি কবিতার হাইকু ঘরানায় লেখা স্বরুপা চ্যাটার্জীর আরেকটি বই "হাইকু ভিন্যেত : মোমেন্টস ইন মিনিয়েচার" প্রকাশ পায় এই অনুষ্ঠানে।

# যোগাযোগ


**ইমেইল**

write@banglastreet.online

**ফোন (ভারত)**

+91 33 4062 1285

**ফোন (বাংলাদেশ)**

01924935620

**ঠিকানা (ভারত)**

CE 17, 3rd Cross Road,
Sector 1, Salt Lake, Kolkata,
West Bengal 700064

**ঠিকানা (বাংলাদেশ)**

House No.27B, 1st Floor,
Road-3 Dhanmondi,
Dhaka 1205


## বাংলা স্ট্রিট অনলাইন

**আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন**